[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৭০১

দীপকভাই জগদিশচন্দ্র প্যাটেল

বনাম

গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭১৪)

২৪শে এপ্রিল,২০১৯

অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৮২ – আপিলকারী কর্তৃক অভিযোগ এবং দায়রা আদালত কর্তৃক ৪৪৯খ ও ৪৪৯গ আইপিসি-র অধীনে তার অপরাধ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশকে বিরোধিতা করে দাখিল করা আবেদন - অভিযোগ ছিল যে আসামি নং ১ থেকে ৩ জন জাল বিদেশি মুদ্রা নোটকে আসল বলে প্রকাশ্য স্থানে বিক্রি করছিল - যখন তাদের ধরা হয়, তারা জানায় যে তারা আসামি নং ৪-আপিলকারীর বাড়ি থেকে নোটগুলি সংগ্রহ করেছে - আপিলকারী দায়রা বিচারকের কাছে যুক্তি দেন যে সহ-আসামিদের জবানবন্দি ব্যতীত তার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার মতো কোনো উপাদান নেই এবং শুধুমাত্র সহ-আসামিদের জবানবন্দির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যায় না এবং সহ-আসামিদের জবানবন্দি সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারার দ্বারা বারিত ছিল - দায়রা বিচারক রায় দেন যে সমগ্র উদ্ধার প্রক্রিয়া পঞ্চদের উপস্থিতিতে হয়েছিল এবং তাকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ ছিল - হাইকোর্ট রায় দেয় যে সেই পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার অভিযোগপত্রে করা জবানবন্দির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কিছু বলা অকালপক্ক ছিল এবং এটি কেবল বিচারকালে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সহ-আসামিদের নথিভুক্ত করা জবানবন্দি প্রাথমিকভাবে আপিলকারীর অপরাধে জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয় এবং ধারা ৪৮২ এর অধীনে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো কারণ নেই - আপিলে,স্থির করে: চার্জ গঠনের পর্যায়ে, আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে উপলব্ধ উপাদানগুলির সাথে, আসামির বিচারের মুখোমুখি হওয়ার একটি মামলা তৈরি হয়েছে - বর্তমান ক্ষেত্রে, সহ-আসামিরা পলাতক ছিল - রাষ্ট্র এই বিষয়টি গুরুতরভাবে অস্বীকার করেনি যে আপিলকারীর বাড়ি থেকে জাল নোট উদ্ধার করা হয়নি এবং এমন কোনো অন্য উপাদান ছিল না যার ভিত্তিতে এমনকি একটি দৃঢ় সন্দেহও তৈরি হতে পারে - আইনের নির্দেশ অনুসারে আপিলকারীকে কার্যক্রম থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন - অতএব, আপিলকারীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিলযোগ্য

এবং আপিলকারী অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী - দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৪৪৯খ এবং ৪৪৯গ।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ১৬১, ১৬২ – পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দির অগ্রহণযোগ্যতা - স্থির করে: ধারা ১৬২ এর নিষেধাজ্ঞা পুলিশ অফিসারের কাছে তদন্ত শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত জবানবন্দির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে জবানবন্দিতে স্বীকারোক্তি না থাকলেও স্বীকারোক্তি আছে, যা অন্যথায় প্রাসঙ্গিক এবং তদন্ত শুরুর আগে করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে - স্বীকারোক্তি বলতে যা বোঝায়, তা স্বীকারোক্তি প্রদানকারী বা তার স্বার্থের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে - স্বীকারোক্তি কী গঠন করে তা সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৭ তে পাওয়া যায় - একটি স্বীকারোক্তি হওয়ায়, এটি সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি এটি সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৭ তে সংজ্ঞায়িত স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে - তবে, এমনকি যদি এটি একটি স্বীকারোক্তি হয়, যদি এটি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তদন্তের সময় একজন পুলিশ অফিসারের কাছে করা হয়, তবে ধারা ১৬২ এর অধীনে এটি গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটি স্পষ্টভাবে ধারা ১৬১ এর অধীনে একজন পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, যদি না তাতে উল্লেখিত উদ্দেশ্য পূরণ হয় - ধারা ১৬১ এর অধীনে প্রদত্ত জবানবন্দি, এমনকি প্রাসঙ্গিক হলেও, যদি তাতে একটি স্বীকারোক্তি থাকে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও একটি স্বীকারোক্তি যা স্বীকারোক্তির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, যা অন্যথায় করা হতে পারে, তা বাস্তব প্রমাণ হতে পারে - সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ - ধারা ১৭।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২: ধারা ২৫ – পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি – গ্রহণযোগ্যতা - স্থির করে: সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৫ পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে - এটি আসলে ঘোষণা করে যে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত কোনো স্বীকারোক্তি প্রমাণ করা যাবে না - যখন একজন ব্যক্তিকে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে আসামি হিসেবে নামানো হয়, তখন সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থানে থাকে - একজন ব্যক্তি যার নাম প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যিনি তাই আইনের চোখে অভিযুক্ত, তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ এর অধীনে পুলিশ অফিসার দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে - পুলিশ অফিসার দ্বারা একটি স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় - একজন পুলিশ অফিসারের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৫ বিবেচনা করে অগ্রহণযোগ্য হবে - সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৪ এর অধীনে বাতিল হওয়া একটি স্বীকারোক্তিও অগ্রহণযোগ্য হবে - এমনকি যদি একটি জবানবন্দিতে স্বীকারোক্তি থাকে, জবানবন্দিটি ধারা ১৬১ এর অধীনে হওয়ায়, এটি অবিলম্বে

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬২ এর অধীনে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ১৬১ এবং ১৬২।

আপিলের অনুমতি দিয়ে,আদালত

স্থির করে:১. অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে আদালতকে শুধুমাত্র একটি ডাকঘর হিসেবে কাজ করলে চলবে না। আদালতকে অবশ্যই তার সামনে থাকা উপাদানগুলো বিচক্ষণতার সাথে যাচাই করতে হবে। যাচাই করার এই উপাদানগুলো হবে সেগুলোই যা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পেশ করা হয়েছে এবং যার উপর তারা নির্ভর করেছে। যাচাই প্রক্রিয়া এতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া উচিত নয় যে আদালত একজন বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যিনি সম্পূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের পর যুক্তি শুনছেন, এবং প্রশ্নটি এটা নয় যে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপন করেছে কিনা। যা প্রয়োজন তা হলো, আদালতকে নিশ্চিত হতে হবে যে উপলব্ধ উপাদানগুলো দিয়ে অভিযুক্তকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য একটি মামলা তৈরি হয়েছে।[অনুচ্ছেদ ২১] [৭১৭ - জি - এইচ - ; ৭১৮ এ -এ বি]

২.১ সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ২৫ ধারা পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা স্বীকারোক্তিকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে। এটি মূলত ঘোষণা করে যে, কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা কোনো স্বীকারোক্তি কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারার অধীনে ত্রুটিপূর্ণ স্বীকারোক্তিও অগ্রহণযোগ্য হবে। এমনকি যদি একটি বিবৃতিতে কোনো স্বীকারোক্তি না থেকেও কোনো স্বীকৃতি থাকে, এবং সেটি ১৬১ ধারার অধীনে করা বিবৃতি হয়, তবে তা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬২ ধারার অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে নিষিদ্ধ হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬২ ধারার এই নিষেধাজ্ঞা নিঃসন্দেহে একটি পুলিশ কর্মকর্তার কাছে তদন্ত শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করা বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে বিবৃতিতে স্বীকারোক্তি না থেকে বরং স্বীকৃতি রয়েছে, যা অন্যথায় প্রাসঙ্গিক এবং যা তদন্ত শুরু হওয়ার আগে করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যা স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হয়, তা সেই স্বীকৃতিদানকারী বা তার স্বার্থের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি স্বীকৃতি হওয়ায়, যদি এটি সাক্ষ্য আইনের ১৭ ধারায় সংজ্ঞায়িত স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, তবে তা সাক্ষ্য আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে, এটি স্বীকৃতি হলেও, যদি এটি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তদন্ত চলাকালীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়, তবে এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬২ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ এটি স্পষ্টতই ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা বিবৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, তবে সেখানে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়া নয়।

ধারা ১৬১ এর অধীনে দেওয়া বিবৃতি, এমনকি যদি প্রাসঙ্গিক হয় এবং তাতে কোনো স্বীকৃতি থাকলেও, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে, স্বীকারোক্তি থেকে কম মাত্রার একটি স্বীকৃতি, যা অন্যভাবে করা হতে পারে, সেটি মূল প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৫ , ৪০, ৪১ , ৪৪ , ৪৬] [৭১৯ - এ - বি ; ৭২৭ - এফ - এইচ ; ৭২৮ - এ বি ; ৭২৯ - জি - এইচ; ৭৩০ - জি - এইচ ; ৭৩১ - এ - বি]

বোম্বে রাজ্য বনাম কাথি কালু ওঘাদ এআইআর ১৯৬১ এসসি ১৮০৮ : [১৯৬২] এসসিআর ১০;পালবিন্দর কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এআইআর ১৯৫২ এসসি ৩৫৪ : [১৯৫২] এসসিআর ৯৪;এম.পি. শর্মা এবং ৪ জন অন্যান্যরা বনাম সতীশ চন্দ্র, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দিল্লি এবং ৪ জন অন্যান্যরা এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৩০০;ভারত সিং এবং অন্যান্যরা বনাম শ্রীমতি ভাগীরথী এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৪০৫ : [১৯৬৬] এসসিআর ৬০৬;পকলা নারায়ণ স্বামী বনাম সম্রাট (১৯৩৯) পিসি ৪৭;মহাবীর মণ্ডল এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য এআইআর ১৯৭২ ১৩৩১ : [১৯৭২] ৩ এসসিআর ৬৩৯-নির্ভরশীল।

২.২ এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে। বিবাদী যে বিবৃতির উপর নির্ভর করেছেন, সেটি ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখে একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়েছিল এবং আপিলকারীকে ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই তদন্ত চলাকালীন সময়ের ঘটনা। এমনকি যদি এতে স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, ১৬২ ধারার কারণে এই ধরনের স্বীকৃতিগুলো স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য।যদি আপিলকারীর ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখে দেওয়া বিবৃতি অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিবেচনা করার মতো শুধুমাত্র সহ-অভিযুক্তের বিবৃতিই অবশিষ্ট থাকে। এটি একটি সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি এই ভিত্তিতে এগোলেও, এবং যদি ধরে নেওয়া হয় যে অভিযুক্তদের একটি যৌথ বিচার চলছে এবং তারা একই অপরাধে অভিযুক্ত (অন্য অভিযুক্তদের পলাতক থাকার বিষয়টি এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে এককভাবে বিচার প্রক্রিয়া চলার বিষয়টি উপেক্ষা করে), এবং যেহেতু আপিলকারীর বাসস্থান থেকে জাল নোট উদ্ধার হয়নি এবং এমন কোনো অন্য উপাদান নেই যার ভিত্তিতে একটি জোরালো সন্দেহও তৈরি হতে পারত - আইনের নির্দেশ আপিলকারীকে এই প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি দিতে বলে। [অনুচ্ছেদ ৪৭ , ৪৮, ৫০] [৭৩১ - বি - ডি ; ৭৩২ - ডি - ই]

সুরেশ বুধারমাল কালানি ওরফে পাপ্পু কালানি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ৩৩৭ : [১৯৯৮] ১ সম্পূরক. এসসিআর ৬০৮;কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বনাম ভি.সি.

শুক্লা এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯৯৮ এসসি ১৪০৬ : [১৯৯৯] ২ এসসিআর ৪৩১;বীরা ইব্রাহিম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এআইআর ১৯৭৬ এসসি ১১৬৭ : [১৯৭৬] ৩ এসসিআর ৬৭২;নন্দিনী সৎপথী বনাম পি.এল. দানি এবং আরেকজন এআইআর ১৯৭৮ এসসি ১০২৫ : [১৯৭৮] ৩ এসসিআর ৬০৮;হরিচরণ কুরমি বনাম বিহার রাজ্য এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১১৮৪ : [১৯৬৪] এসসিআর ৬২৩-নির্ভরশীল।

বুর সিং বনাম দ্য ক্রাউন (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ৩৩৭ (১৯৩০) আইএলআর ১১ লাশ ৫৫৫;বাচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ১৯৮১ এসসিসি অনলাইন পিএন্ডএইচ ৪৭;উমাশঙ্কর বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০০১) ৯ এসসিসি ৬৪২ : [২০০১] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৬৪৬;বিহার রাজ্য বনাম রমেশ সিং এআইআর ১৯৭৭ এসসি ২০১ ৮ : [১৯৭৮] ১ এসসিআর ২৫৭;ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম প্রফুল্ল কুমার সামাল এবং আরেকজন এআইআর ১৯৭৯ এসসি ৩৬৬ : [১৯৭৯] ২ এসসিআর ২২৯;কাশ্মীরা সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫২ এসসি ১৫৯ : ১৯৫২ এসসিআর ৫২৬ -উল্লেখিত।

এম. মনির রচিত সাক্ষ্য আইন, ১৭শ সংস্করণ।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৮] ১ সম্পূরক. এসসিআর ৬০৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
(১৯৩০) আইএলআর ১১ লাশ ৫৫৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
১৯৮১ এসিসি অনলাইন পি এবং এইচ ৪৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০১] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৬৪৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৭৮] ১ এসসিআর ২৫৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৭৯] ২ এসসিআর ২২৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
১৯৫২ এসসিআর ৫২৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
(১৯৩৯) পিসি ৪৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
[১৯৫২] এসসিআর ৯৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০
[১৯৭৬] ৩ এসসিআর ৬৭২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০
এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৩০০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৬২] এসসিআর ১০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[১৯৭৮] ৩ এসসিআর ৬০৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫

[১৯৭২] ৩ এসসিআর ৬৩৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮
[১৯৯৯] ২ এসসিআর ৪৩১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪২
[১৯৬৬] এসসিআর ৬০৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৫
[১৯৬৪] এসসিআর ৬২৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৯

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭১৪।

২০০৯ সালের ১২৩০ নং বিশেষ ফৌজদারি আবেদনে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

নকুল দেওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী., প্রদ্যুম্ন গোহিল, শ্রীমতী তরুণা সিং গোহিল, হিমাংশু চৌবে, শ্রীমতী তানভি ভাটনগর, কার্তিক প্রসাদ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

শ্রীমতী হেমন্তিকা ওয়াহি, শ্রীমতী জেসল ওয়াহি, শ্রীমতী বিশাখা, শ্রীমতী পূজা সিং, বিবাদীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি

১. এই আদালতে বিশেষ অনুমতি নিয়ে দায়ের করা এই আপিলটি আহমেদাবাদের গুজরাট হাইকোর্টের রায়কে বিরোধিতা করে করা হয়েছে, যেখানে আপিলকারীর ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (সংক্ষেপে সি.আর.পি.সি. হিসেবে উল্লিখিত) এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা বিশেষ ফৌজদারি আবেদন নং ২০১২ সালের ১২৩০ খারিজ করা হয়েছিল।

২. সি.আর.পি.সি. এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে আবেদনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংক্ষেপে 'আই.পি.সি.' হিসেবে উল্লিখিত) এর ধারা ৪৮৯খ এবং ৪৮৯গ এর অধীনে অপরাধ থেকে আপিলকারীকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য দায়রা আদালত কর্তৃক অভিযোগ এবং আদেশকে বিরোধিতা করে দায়ের করা হয়েছিল।

৩. ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখের এফআইআর-এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

"আমার অভিযোগের ঘটনা এই যে, আজ অর্থাৎ ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে আনুমানিক বেলা ১৩:০০ ঘটিকায় আমরা এটিএস-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলাম যে, মুম্বাইয়ের মহাম্মদ রফিক আব্দুল হামিদ কদগে এবং আহমেদাবাদের শাহালমের সেলিম মাহবুব শেখ, উভয়ই নেহেরু ব্রিজের

প্রান্তে অবস্থিত নোবেল বিল্ডিংয়ের দিকে যাওয়া রাস্তায় আসল হিসেবে আরব দেশের নকল মুদ্রা নোট ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করছে। অতএব, এমন আইনি নির্দেশনা পাওয়ার পর, এটিএস-এর অফিসে দুজন পঞ্চ ব্যক্তিকে ডাকা হয়েছিল এবং তাদের এই তথ্য জানানোর পর তারা পঞ্চ হিসেবে থাকতে সম্মতি জানায়। এরপর, আনুমানিক ১৪:০০ থেকে ১৪:১৫ ঘটিকায় প্রথম অংশের পঞ্চনামা সম্পন্ন করার পর, আমি নিজে, পঞ্চগণ এবং পিএসআই শ্রী এন.বি. জাদেজা, শ্রী বি.আর. কারাবাদ্রা, শ্রী পি.ভি. রাঠোড়, শ্রী এন.ভি. কাপিরিয়া, শ্রী কে.কে. দেসাই এবং পুলিশ কনস্টেবল শ্রী রমেশকুমার সেবাদাস লস্করী, ভাগবতসিং মাদরসিং এবং পুলিশ কনস্টেবল আমিরখান রসুলখান এবং দশরথসিং ভাগুভা প্রমুখ সরকারি ও ব্যক্তিগত গাড়িতে আশ্রম রোডের নটরাজ সিনেমার বিপরীতে পৌঁছাই, সেখানে তাদের যানবাহন থামিয়ে হেঁটে নোবেল বিল্ডিংয়ের কাছে এবং পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি রাস্তায় পৌঁছাই এবং দেখতে পাই যে তিনজন ব্যক্তি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু লেনদেন করছে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময়, আমরা তাদের সেই স্থানে থামাই যেখানে আমরা নিজেদেরকে পুলিশ ও পঞ্চ হিসেবে পরিচয় দিই এবং তাদের ব্যক্তিগত তল্লাশির বিষয়ে অবহিত করি এবং আমি ১ নম্বর অভিযুক্তকে ধরি এবং তার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে তার নাম মহাম্মদ রফিক আব্দুল হামিদ কদগে বলে জানায়, যে সচওয়ারি দাগডিচাওয়াল গোলানজি রাহিল রোড, মুম্বাই-১৫ তে থাকে এবং তল্লাশির সময়, ৫০০/- টাকা মূল্যের সৌদি আরবের রিয়াল মুদ্রার ৪৩টি নোট পাওয়া যায় এবং পিএসআই শ্রী এন.বি. জাদেজা ২ নম্বর অভিযুক্তকে ধরেন এবং পঞ্চদের সামনে তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে তার নাম সালিমভাই মহুমুদভাই শেখ বলে জানায়, যে শাহালম দরওয়াজার ভিতরে, রসুলিবাদ সোসাইটি, আহমেদাবাদে থাকে এবং তল্লাশির সময় ৫০০/- টাকা মূল্যের সৌদি আরবের রিয়াল মুদ্রার ৪৩টি নোট পাওয়া যায় এবং পুলিশ কনস্টেবল শ্রী ভাগবতসিং মাদরসিং বাকল নং ৮৯২৭ ৩ নম্বর অভিযুক্তকে ধরেন এবং তার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে তার নাম উসমানগানি মহাম্মদভাই মালেক বলে জানায়, যে মুসামিয়ানি চালি, রসুলিবাদ শাহালম, আহমেদাবাদে থাকে এবং তার হাত থেকে ৫০০/- টাকা মূল্যের সৌদি আরবের রিয়াল মুদ্রার ২ টি নোট পাওয়া যায় এবং সব মিলিয়ে মোট ৮৮টি নোট পাওয়া যায়। পঞ্চদের সামনে তাদের কাছে এক এক করে এই নোটগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় যে, ১ নম্বর অভিযুক্ত মুম্বাই থেকে ১৫ দিন আগে এই নোটগুলো নিয়েছিল এবং জানিয়েছিল যে সে ডি-২ আসিয়াঁনা ফ্ল্যাট, নওয়া ভাদাজ, আহমেদাবাদের তার বন্ধু জগদীশচন্দ্র প্যাটেলের সাথে এই নকল রিয়াল মুদ্রা আসল হিসেবে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করার জন্য কথা বলেছে এবং আজ, ১ নম্বর অভিযুক্ত দীপকের বাড়ি থেকে এমন নোট নেওয়ার পর;

সেটি ২ এবং ৩ নম্বর অভিযুক্তকে হস্তান্তর করা হয় এবং এই নোটগুলোর পঞ্চনামা প্রস্তুত করার পর, আলাদা আলাদা প্যাকেটে ভরে এবং সিল করে জব্দ করা হয়। তাদের এক বা দুজনের কাছ থেকে পাওয়া ভারতীয় মুদ্রা নোট পঞ্চনামার মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং সেই পঞ্চনামা আনুমানিক (অস্পষ্ট) সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল।

এভাবে, উপরোক্ত ১ নম্বর অভিযুক্ত মহাম্মদ রফিক আব্দুল হামিদ কগদে, যে সাভরি হাগাদি চাওল, গোলানজি রোড, মুম্বাই-১৫ তে থাকে; ২ নম্বর অভিযুক্ত সালিমভাই মাহমুদভাই শেখ, যে শাহালম দরওয়াজার ভিতরে, রসুলিবাদ সোসাইটি, আহমেদাবাদে থাকে; ৩ নম্বর অভিযুক্ত উসমানগানি মহাম্মদভাই মালেক, যে শাহালম, আহমেদাবাদে থাকে; এবং ৪ নম্বর অভিযুক্ত দীপক জগদীশ প্যাটেল, যে বি-২ আশিয়ানা ফ্ল্যাট, নওয়া ভাদাজ, আহমেদাবাদে থাকে – এরা একে অপরের সাথে যোগসাজশ করে, ৫০০/- টাকা মূল্যের নকল সৌদি আরবের রিয়াল মুদ্রা আসল হিসেবে দেখিয়ে এবং ন্যায্য মূল্যে এই নকল মুদ্রা নোটগুলো আসল হিসেবে বিক্রির জন্য নিজেদের দখলে রেখে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯খ, গ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে এবং এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এটিই আমার আইনি অভিযোগ। পঞ্চগণ, পুলিশ সদস্য এবং তদন্তে যা কিছু উঠে আসবে তারা আমার সাক্ষী এবং ১, ২, ৩ নম্বর অভিযুক্তকে আজ অর্থাৎ ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে বিকাল ১৭:০০ ঘটিকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

৪. তদন্তের পর, আপিলকারীর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের পাশাপাশি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়:

<u>দায়রা বিচারকের সামনে কার্যক্রম</u>

যদিও আপিলকারী দায়রা বিচারকের সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সহ-অভিযুক্তের বিবৃতি ছাড়া অভিযুক্ত/আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর মতো কোনো উপাদান নেই এবং শুধুমাত্র সহ-অভিযুক্তের বিবৃতির ভিত্তিতে আপিলকারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা তৈরি হতে পারে না। এছাড়াও, আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সহ-অভিযুক্ত কর্তৃক দেওয়া বিবৃতি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ২৫ ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ। তবে, দায়রা বিচারক দেখতে পান যে সম্পূর্ণ উদ্ধার প্রক্রিয়া পাঞ্চদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী, আপিলকারীকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ ছিল এবং প্রমাণ রেকর্ড না করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

হাইকোর্টে কার্যক্রম

হাইকোর্টে, বিজ্ঞ একক বিচারক, অভিযুক্ত/আপিলকারীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো উল্লেখ করার পর, এই আবেদনটি খারিজ করে দেন যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরের (এপিপি) বক্তব্য এবং যুক্তিতর্ক থেকে মনে হচ্ছে, পুলিশ কর্তৃক সহ-অভিযুক্তদের যে বিবৃতি নেওয়া হয়েছিল, তাতে আপিলকারীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিশেষ করে আপিলকারীর বাসভবনে জাল নোট পাওয়ায়। আদালত অপরাধস্থল অর্থাৎ আপিলকারীর বাসভবন থেকে জাল নোট জব্দ করার বিষয়টি উল্লেখ করে।এছাড়াও, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, অভিযোগপত্রে অফিসারের দেওয়া বিবৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এই পর্যায়ে কিছু বলা অকালপক্ক হবে। এটি শুধুমাত্র বিচার প্রক্রিয়াতেই বিবেচনা করা যেতে পারে। তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মুদ্রা নোট জব্দ করেছিলেন, এবং তাই, সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক তাদের পরীক্ষার সময় তাদের বিবৃতিগুলোও বিচার আদালত বিবেচনা করবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নথিভুক্ত করা সহ-অভিযুক্তদের বিবৃতি আপিলকারীর অপরাধে আপাতদৃষ্টিতে জড়িত থাকার বিষয়টি দেখায়। আপিলকারীকে অভিযুক্ত করার জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রপক্ষের কাছে উপলব্ধ প্রমাণই নয়, অন্যান্য প্রমাণও প্রাথমিকভাবে আপিলকারীর দিকেই নির্দেশ করে। হাইকোর্ট দেখতে পায় যে, সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

৫. আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নকুল দেওয়ান এবং বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী হেমন্তিকা ওয়াহির বক্তব্য শুনেছি।

৬. আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জোর দিয়ে বলেন যে, আপিলকারীর বাসভবন থেকে জাল মুদ্রা উদ্ধারের বিষয়টি হাইকোর্ট ভুলভাবে ধরে নিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাল মুদ্রা আপিলকারীর বাসভবন থেকে নয়, বরং একটি পাবলিক রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অতএব, আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার কোনো ভিত্তি নেই।দ্বিতীয়ত, যুক্তি দেওয়া হয় যে, শুধুমাত্র সহ-অভিযুক্তের বিবৃতির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চালানো যাবে না, যখন সহ-অভিযুক্তের বিবৃতি ছাড়া অন্য কোনো উপাদান নেই। হাইকোর্টের উচিত ছিল সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে উপলব্ধ এখতিয়ার প্রয়োগ করে অব্যাহতির আবেদন মঞ্জুর করা। আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে, সহ-অভিযুক্তরা পলাতক ছিল। তিনি সুরেশ বুধারমাল

কালানি ওরফে পাপ্পু কালানি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[১]মামলায় এই আদালতের রায়ের সমর্থন চেয়েছিলেন।তিনি আমাদের দৃষ্টি ৬ এবং ৭ অনুচ্ছেদের দিকে আকর্ষণ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

"৬. এভাবে বলা যায়, আমরা ডাক্তার বনসাল এবং জয়বন্ত সূর্যরাও-এর দেওয়া স্বীকারোক্তির দিকে মনোযোগ দিতে পারি। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী, একজন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি একজন সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য, যদি উভয়ই একই অপরাধের জন্য যৌথভাবে বিচার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। যেহেতু, নিশ্চিতভাবেই, ডাক্তার বনসালকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং কালানীর সাথে বিচারের মুখোমুখি হবেন না, তাই তার স্বীকারোক্তি কালানীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। প্রশ্নবিদ্ধ আদেশ থেকে বোঝা যায় যে মনোনীত আদালত উপরোক্ত আইনি অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, তারা এখনও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই অজুহাতে যে, রাষ্ট্রপক্ষ ডাক্তার বনসালকে একজন সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করতে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত ছিল না তার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অভিযোগ গঠনের প্রশ্নটি মোকাবেলা করার সময় মনোনীত আদালতের এই পদ্ধতিটিও ছিল বিকৃত। সেই পর্যায়ে, আদালতকে তদন্তকালে সংগৃহীত শুধুমাত্র সেই উপাদানগুলির দিকে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে যা আইনত প্রমাণে রূপান্তরিত হতে পারে এবং আরও প্রমাণের উপর নয় (সেই উপাদানগুলি ব্যতীত) যা রাষ্ট্রপক্ষ বিচারের সময় উপস্থাপন করতে পারে, যা শুধুমাত্র অভিযোগ গঠনের পর এবং অভিযুক্ত অভিযোগ অস্বীকার করার পরই শুরু হবে। অতএব, মনোনীত আদালত কালানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য ডাক্তার বনসালের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি বিবেচনা করে কোনোভাবেই সঠিক কাজ করেনি।

৭. জয়বন্ত সূর্যরাও-এর স্বীকারোক্তির বিষয়ে, সেটি (যদি স্বেচ্ছামূলক এবং সত্য হয়) নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার অধীনে নথিতে আনা যেতে পারে কালানীর বিরুদ্ধেও ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু প্রশ্ন হলো: পরেরটির বিরুদ্ধে এর প্রমাণিক মূল্য কী হবে? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই আদালত কাশ্মীরা সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য [এআইআর ১৯৫২ এসসি ১৫৯ : ১৯৫২ এসসিআর ৫২৬] মামলায় নিম্নলিখিত শব্দগুলোতে দিয়েছিল:

"এই ধরনের মামলা সমাধানের সঠিক উপায় হলো, প্রথমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বীকারোক্তি বাদ দিয়ে প্রমাণগুলিকে একত্রিত করা এবং দেখা যে, যদি বিশ্বাস করা হয়, তবে তার ভিত্তিতে কি নিরাপদে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। যদি এটি স্বীকারোক্তি ছাড়াই স্বাধীনভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে অবশ্যই স্বীকারোক্তিকে সহায়তার জন্য ডাকার প্রয়োজন নেই।'"

---

১ (১৯৯৮) ৭ এস.সি.সি. ৩৩৭

কিন্তু এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যেখানে বিচারক অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করতে প্রস্তুত নন, যদিও যদি তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে তা দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে। এমন ক্ষেত্রে বিচারক স্বীকারোক্তির সাহায্য নিতে পারেন এবং এটিকে অন্যান্য প্রমাণের প্রতি আস্থা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং এইভাবে নিজেকে সেই বিষয়ে বিশ্বাস করতে শক্তিশালী করতে পারেন যা স্বীকারোক্তির সাহায্য ছাড়া তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতেন না।

এই মতটি এই আদালত দ্বারা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নীতির আলোকে বিচার করলে, সূর্যরাও-এর স্বীকারোক্তি কালানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য সহায়ক হতে পারে না, যদি তা করার জন্য অন্য কোনো প্রমাণ না থাকে।

৭. আপিলকারীর আরও যুক্তি হলো, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯খ এবং ৪৮৯গ ধারার উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ৪৮৯গ ধারার ক্ষেত্রে, তিনি বুর সিং বনাম দ্য ক্রাউন[২]মামলায় লাহোর হাইকোর্টের রায়ের সমর্থন চেয়েছেন। এছাড়াও, তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক, অর্থাৎ বিচারপতি এম.এম. পঞ্চি (তখন তিনি যে পদেই ছিলেন), বাচান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৩]মামলায় রায়ের কিছু সমর্থন চেয়েছেন। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"১০. জোগিন্দর কৌর আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ততা টিকিয়ে রাখার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষকে শুধু এটি প্রমাণ করতে হবে না যে তার কাছে নকল নোট, প্রদর্শন পি. ১ ছিল, যা সে জানত বা বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে এটি নকল, বরং আরও এমন পরিস্থিতি প্রমাণ করতে হবে যা স্পষ্টভাবে, নিঃসন্দেহে এবং অনিবার্যভাবে প্রকাশ করে যে তার নোটগুলো জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল, যেমনটি বুর সিং বনাম দ্য ক্রাউন, (১৯৩০) আইএলআর ১১ লাহ ৫৫৫ : (১৯৩১) ৩২ ক্রি এলজে ৩৫১) মামলায় রায় দেওয়া হয়েছে। আরও রায় দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের উদ্দেশ্য একটি আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে সে এর আগে এমন নোট ব্যবহার করেছিল, অথবা তার কাছে এত বেশি সংখ্যক নোট ছিল যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তার দখল থাকাটা ব্যাখ্যাতীত ছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তার কাছে শুধুমাত্র একটি তৈরি করা নোট ছিল, সে একজন অশিক্ষিত মহিলা ছিল এবং শ্রী দর্শন কুমার আহলুওয়ালিয়া, পি.ডব্লিউ. ২ এর মতে যে কেউ এটি একটি আসল নোট হিসাবে ভুল করতে পারত। সে কুন্দন লাল, পি.ডব্লিউ. ২ কে নোটটি দেয় এবং তিনি তাকে বলেন যে এটি আসল নোট নয় এবং তার এই বিশ্বাস নিশ্চিত হয় যখন তিনি অন্যদেরও এটি দেখান।

---

২ (১৯৩০) আইএলআর ১১ লাহ ৫৫৫ [১৯২৯ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৫২৭]

৩ ১৯৮১ এসসিসি অনলাইন পিএন্ডএইচ ৪৭

কোথাও এমন দাবি করা হয়নি যে নোটটি কখনো তার কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে এটি জাল বা নকল ছিল, সে তবুও এটি চালানোর আরেকটি চেষ্টা করেছিল। এইভাবে শুধু কুন্দন লাল, পি.ডব্লিউ.কে নোটটি দেওয়া, যদি রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে না পারে যে এটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল যাতে তাকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় এবং সে নিজে অন্যায়ভাবে লাভবান হয়, তাহলে তার কাজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৫১১ ধারার অধীনে সম্পূর্ণরূপে পড়বে না, অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯-খ বা ৪৮৯-গ ধারার অপব্যবহারের আওতায় আসবে না। যে অনুমানটি টানা হয়েছিল যে তাকে অবশ্যই নোটটি, প্রদর্শন পি.আই., নকল বলে জানতে হবে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকতে হবে কারণ তার সাথে থাকা স্বামীও একই ধরনের নোটের দখলে পাওয়া গিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ তাদের প্রতি কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়নি এবং তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার সাহায্য নিয়ে অভিযুক্ত করা হয়নি। জোগিন্দর কৌরের ব্যক্তিগত কাজের জন্য তাকে উপরোক্ত নামীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং তাকে সন্দেহের সুবিধা দিতে হবে।

১১. বাচন সিংয়ের মামলার বিষয়ে উল্লেখ্য যে, তার দখলে ১৩টি নকল দশ টাকার নোট পাওয়া গিয়েছিল। সে পেশায় একজন কামার এবং প্রায় অশিক্ষিত। তার কিভাবে এই নোটগুলো নকল বলে জানার বা বিশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে তা একটি অংশ, কিন্তু অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সে কি এগুলো আসল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল নাকি এগুলো আসল হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে তাও রাষ্ট্রপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে। বুর সিং বনাম দ্য ক্রাউন, ((১৯৩১) ৩২ ক্রি এলজে ৩৫১) (লাহোর) (উপরে উল্লেখিত) মামলায় রায় দেওয়া হয়েছিল যে, শুধুমাত্র একটি জাল নোটের দখল ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধ নয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯-গ ধারার আওতায় একটি মামলা আনার জন্য শুধু এটি প্রমাণ করা জরুরি নয় যে অভিযুক্তের দখলে জাল নোট ছিল, বরং এটি আরও প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যে:

ক) তার দখলের সময় সে নোটগুলো জাল বলে জানত অথবা সেগুলো জাল বা নকল বলে বিশ্বাস করার কারণ ছিল; এবং
খ) সে সেগুলো আসল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এই মামলায় অন্য কোনো আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি সামনে আনা হয়নি, যেমন অভিযুক্ত এর আগে এমন নোট ব্যবহার করেছিল, অথবা তার কাছে এমন এবং অনুরূপ নোট

এত বেশি সংখ্যায় ছিল যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তার দখল থাকাটা ব্যাখ্যাতীত ছিল।"

৮. সবশেষে, তিনি উমাশঙ্কর বনাম ছত্তিশগড়[৪]মামলায় এই আদালতের রায়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে তিনি ৭ এবং ৮ অনুচ্ছেদগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন, যা নিম্নরূপ:

"৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯-এ থেকে ৪৮৯-ই ধারাগুলো জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ে কাজ করে। এই বিধানগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা নয়, বরং মুদ্রা নোট এবং ব্যাংক নোটগুলোকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করা। ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতির সাথে ক্রমবর্ধমান অভ্যস্ততা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাণিজ্যিক লেনদেনের মেরুদণ্ড এখনও এই মুদ্রা নোটগুলো। তবে এই বিধানগুলো অসাবধানী দখলকারী বা ব্যবহারকারীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

৮. উপরে উদ্ধৃত বিধানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৪৮৯-খ এবং ৪৮৯-গ ধারার অধীনে অপরাধের দুষ্ট মন হলো "মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোটগুলো জাল বা নকল বলে জানা বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা"। উপরোক্ত দুষ্ট মন ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট বিক্রি করা, কেনা বা গ্রহণ করা অথবা অন্য কোনো উপায়ে লেনদেন করা বা আসল হিসেবে ব্যবহার করা ৪৮৯-খ ধারার অধীনে অপরাধ গঠন করার জন্য যথেষ্ট নয়। একইভাবে, কোনো জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট দখল করা বা ব্যবহার করার অভিপ্রায় থাকাটাও ৪৮৯-গ ধারার অধীনে একটি মামলা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি উপরে উল্লিখিত দুষ্ট মন না থাকে। আপিলকারীর প্রয়োজনীয় দুষ্ট মন ছিল তা দেখানোর জন্য রাষ্ট্রপক্ষ কোনো উপাদান নথিতে উপস্থাপন করেনি। হাইকোর্ট অবশ্য এই দিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞ বিচারক, পিডব্লিউ ২, পিডব্লিউ ৪ এবং পিডব্লিউ ৭-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে তারা কথিতভাবে পিডব্লিউ ৪ কে দেওয়া মুদ্রা নোটটি নকল বলে জানতে পেরেছিলেন, এমন একটি দুষ্ট মন "অনুমান"করেছিলেন। ঘটনার তারিখে আপিলকারীকে আঠারো বছর বয়সী একজন ছাত্র বলা হয়েছিল। এই মামলার তথ্যে, বিচার আদালত কর্তৃক টানা এই অনুমান সাক্ষ্য আইনের ৪ ধারার অধীনে ন্যায়সঙ্গত নয়। উপরন্তু, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তার পরীক্ষায় আপিলকারীকে মুদ্রা নোটগুলো জাল বা নকল কিনা সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাও দেখানো হয়নি।

---

[৪] (২০০১) ৯ এস.সি.সি. ৬৪২

এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যে ধারা ৪৮৯খ এবং ৪৮৯গ এর অধীনে গঠিত অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়নি। অতএব, আমরা ধারা ৪৮৯খ এবং ৪৮৯গ ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে আপিলকারীর বিরুদ্ধে দেওয়া দণ্ডাদেশ এবং সাজা বাতিল করছি এবং তাকে উল্লিখিত অভিযোগগুলি থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি (দেখুন: এম. মাম্মুটি বনাম কর্ণাটক রাজ্য [(১৯৭৯) ৪ এসসিসি ৭২৩ : ১৯৮০ এসসিসি (ক্রি) ১৭০ : এআইআর ১৯৭৯ এসসি ১৭০৫])।"

৯. রাষ্ট্রের আইনজীবী আমাদের আপিলকারীর নিজের দেওয়া বিবৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে আপিলকারী অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বলেছেন যে সহ-অভিযুক্ত তাকে জানিয়েছিল যে সে তার বাসভবনে জাল নোট ভর্তি একটি ব্যাগ রেখে গেছে।

১০. রাষ্ট্রের আইনজীবী নিবেদন করেন যে আদালতকে এটিও মনে রাখতে হবে যে মামলাটি কেবল অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে রয়েছে। সি.আর.পি.সি. এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, এবং তাই, তিনি হাইকোর্টের আদেশকে সমর্থন করেছেন।

১১. আপিলকারী নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রের দ্বারা নির্ভর করা ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখের অতিরিক্ত বিচারিক স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিটি এমন ভিত্তি ছিল না যার উপর অভিযোগপত্র গঠন করা হয়েছিল। আপিলকারীর দ্বিতীয় যুক্তি হলো, বিবৃতিটি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৮৯খ এবং ৪৮৯গ ধারাগুলো নিম্নরূপ:

৪৮৯খ. জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট আসল হিসেবে ব্যবহার করা। - যে ব্যক্তি কোনো জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট আসল বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, বা কেনে বা তার কাছ থেকে গ্রহণ করে, অথবা অন্য কোনো উপায়ে তার লেনদেন করে বা আসল হিসেবে ব্যবহার করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা দশ বছর পর্যন্ত মেয়াদের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং জরিমানারও দায়ী হবে।

৪৮৯গ. জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোটের দখল। - যে ব্যক্তি তার দখলে কোনো জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট রাখে, আসল বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং সেটি আসল হিসেবে ব্যবহার করার বা আসল হিসেবে ব্যবহার হতে পারে এমন অভিপ্রায়ে, সে সাত বছর পর্যন্ত মেয়াদের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, বা জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

অভিযোগ গঠন ও অব্যাহতি সংক্রান্ত আইন

১৩. এই বিষয়ে, আমরা বিহার রাজ্য বনাম রমেশ সিং[৫]মামলায় এই আদালতের রায়টি পর্যালোচনা করতে পারি, যেখানে এই আদালত অভিযোগ গঠন ও অব্যাহতি সংক্রান্ত নীতিগুলি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করেছে:

"ধারা ২২৭ এবং ২২৮ কে পাশাপাশি রেখে পড়লে, যেমনটা করা উচিত, এটা স্পষ্ট হবে যে বিচার শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রপক্ষ যে প্রমাণ পেশ করার প্রস্তাব করেছে তার সত্যতা, যথার্থতা এবং প্রভাব সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হবে না। অভিযুক্তের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার প্রতিও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না। বিচারের এই পর্যায়ে বিচারকের জন্য বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা এবং সংবেদনশীল ভারসাম্য বজায় রেখে বিচার করা বাধ্যতামূলক নয় যে, ঘটনাগুলি প্রমাণিত হলে, অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে বেমানান হবে কিনা। অভিযুক্তের দোষী বা নির্দোষতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার আগে যে পরীক্ষার এবং বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়, সেটি ধারা ২২৭ বা ২২৮ এর অধীনে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করা যায় না। সেই পর্যায়ে আদালতকে দেখতে হবে না যে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে কিনা বা বিচার তার দোষী সাব্যস্ততায় শেষ হবে কিনা।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জোরালো সন্দেহ, যদি বিষয়টি সন্দেহের পর্যায়েই থাকে, তবে বিচারের শেষে তার দোষ প্রমাণের স্থান নিতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এমন একটি জোরালো সন্দেহ থাকে যা আদালতকে এই চিন্তা করতে পরিচালিত করে যে অভিযুক্ত একটি অপরাধ করেছে বলে অনুমান করার ভিত্তি রয়েছে, তাহলে আদালত এই কথা বলতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের দোষের যে অনুমান টানতে হয়, তা ফ্রান্সের ফৌজদারি মামলার বিচার পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনের অর্থে নয়, যেখানে অভিযুক্তকে দোষী বলে অনুমান করা হয় যতক্ষণ না বিপরীতটা প্রমাণিত হয়। বরং এটি শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে আদালতকে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা।

যদি রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করার জন্য যে প্রমাণ পেশ করার প্রস্তাব করে, তা যদি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়, এমনকি প্রতি-পরীক্ষায় বিরোধিতা হওয়ার আগে বা প্রতিরক্ষার প্রমাণ দ্বারা (যদি থাকে) খণ্ডন হওয়ার আগে, যদি তা দেখাতে না পারে যে অভিযুক্ত

---

৫ এআইআর ১৯৭৭ এসসি ২০১৮

অপরাধ করেছে, তাহলে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি থাকবে না।

যদি বিচারের শেষে অভিযুক্তের দোষ বা নির্দোষতার পাল্লা প্রায় সমান থাকে, তবে সন্দেহের সুবিধার ভিত্তিতে মামলাটির ফলাফল হবে তার মুক্তি। কিন্তু যদি অন্যদিকে, ধারা ২২৭ বা ২২৮ এর অধীনে আদেশ দেওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এমন হয়, তাহলে সাধারণত এবং সাধারণভাবে যে আদেশটি দিতে হবে তা হবে ধারা ২২৮ এর অধীনে, ধারা ২২৭ এর অধীনে নয়।"

১৪. ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম প্রফুল্ল কুমার সামাল এবং আরেকজন[৬]মামলায়, বিচারিক রায়গুলি পর্যালোচনার পর আদালত নিম্নোক্ত নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে:

"১০. উপরোক্ত কর্তৃপক্ষগুলো বিবেচনা করে, নিম্নলিখিত নীতিগুলি উঠে আসে:

(১) ধারা ২২৭ এর অধীনে অভিযোগ গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় বিচারকের কাছে সন্দেহাতীত ক্ষমতা থাকে প্রমাণগুলি যাচাই এবং ওজন করার, শুধুমাত্র এই সীমিত উদ্দেশ্যে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা গঠিত হয়েছে কি না।

(২) যেখানে আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপাদানগুলো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, সেখানে আদালত একটি অভিযোগ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত হবে।

(৩) একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা নির্ধারণের পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে এবং একটি সর্বজনীন প্রয়োগের নিয়ম নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, মোটামুটিভাবে যদি দুটি মত সমানভাবে সম্ভব হয় এবং বিচারক সন্তুষ্ট হন যে তার সামনে উপস্থাপিত প্রমাণগুলো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করলেও গুরুতর সন্দেহ নয়, তাহলে তিনি অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিতে সম্পূর্ণরূপে তার অধিকারের মধ্যে থাকবেন।

(৪) বিধির ধারা ২২৭ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, বর্তমান বিধির অধীনে একজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ আদালত হিসেবে বিচারক কেবল একটি ডাকঘর বা রাষ্ট্রপক্ষের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারে না, বরং তাকে মামলার বিস্তৃত সম্ভাবনা, প্রমাণের সামগ্রিক প্রভাব এবং আদালতের সামনে উপস্থাপিত নথিগুলি, মামলায় উপস্থিত যেকোনো মৌলিক দুর্বলতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।"

---

৬ এ. আই. আর ১৯৭৯ এস. সি ৩৬৬

তবে এর অর্থ এই নয় যে বিচারককে বিষয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে হবে এবং প্রমাণ ওজন করতে হবে যেন তিনি একটি বিচার পরিচালনা করছেন।"

১৫. রাষ্ট্রের যুক্তি হলো যে, আপিলকারী জানত যে নোটগুলো নকল এবং জাল নোট ছিল এবং ১৫ দিন ধরে জেনেশুনে জাল নোটগুলো নিজের দখলে রেখেছিল। অভিযোগ গঠনের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্টি। জাল নোট সম্পর্কিত অপরাধ একটি গুরুতর অপরাধ এবং এটিকে হালকাভাবে দেখা উচিত নয়।

১৬. প্রথম অভিযুক্তের বিবৃতিতে, সে বলেছে যে সে ১৫ দিন আগে আহমেদাবাদে এসেছিল। সেই সময় সে আপিলকারীকে বলেছিল যে জাল নোটগুলো সস্তা দামে বিক্রি করতে হবে এবং আপাতত সে এই নোটগুলো তার কাছে রাখতে পারে। সে আরও বলে যে সে আপিলকারীর বাসস্থান থেকে এই নোটগুলো নিয়ে এসেছিল এবং সস্তা দামে নোটগুলো বিক্রি করার সময় সে ধরা পড়েছিল।

১৭. রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ভর করা আপিলকারীর দেওয়া ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখের প্রথম বিবৃতিতে, আপিলকারীর জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে যে, ব্যাগে নকল নোট ছিল যা প্রথম অভিযুক্ত আপিলকারীর বাসস্থানে রেখে গিয়েছিল এবং সেগুলো সস্তা দামে বিক্রি করা হবে এবং কয়েকদিন ধরে তার বাসস্থানে রাখা হয়েছিল।

১৮. পরবর্তীতে, তার বিবৃতি আবারও ১০.০৭.১৯৯৬ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়। সেখানে, সে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বলেছে যে প্রথম অভিযুক্ত তাকে বলেছিল যে ব্যাগে জমি সংক্রান্ত ফাইল রয়েছে এবং তাতে মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল।

১৯. ৩০.০৮.১৯৯৬ তারিখে আরও জিজ্ঞাসাবাদের সময়, সে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বলেছে যে রবির সাথে তার পরিচয়ের কারণে সে প্রথম অভিযুক্তের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং সে তার বাসস্থানে ব্যাগটি রেখে গিয়েছিল এই বলে যে ব্যাগে গুরুত্বপূর্ণ নথি রয়েছে।

২০. সংক্ষেপে এইগুলোই হলো সেই উপাদান যার উপর রাষ্ট্র আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ টিকিয়ে রাখার জন্য নির্ভর করেছিল। অর্থাৎ, ধারা ১৬১ এর অধীনে আপিলকারীর দেওয়া বিবৃতি এবং সহ-অভিযুক্ত কর্তৃক দেওয়া বিবৃতি।

২১. এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে আদালতকে যা করতে হবে তা হলো, এটি নিছক একটি ডাকঘর হিসেবে কাজ করবে না।

আদালতকে অবশ্যই তার সামনে থাকা উপাদানগুলো বিচক্ষণতার সাথে যাচাই করতে হবে। যাচাই করার এই উপাদানগুলো হবে সেগুলোই যা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পেশ করা হয়েছে এবং যার উপর তারা নির্ভর করেছে। যাচাই প্রক্রিয়া এতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া উচিত নয় যে আদালত একজন বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যিনি সম্পূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের পর যুক্তি শুনছেন, এবং প্রশ্নটি এটা নয় যে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপন করেছে কিনা। যা প্রয়োজন তা হলো, আদালতকে নিশ্চিত হতে হবে যে উপলব্ধ উপাদানগুলো দিয়ে অভিযুক্তকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য একটি মামলা তৈরি হয়েছে। একটি জোরালো সন্দেহ যথেষ্ট। তবে, একটি জোরালো সন্দেহ অবশ্যই কিছু উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই উপাদানগুলো এমন হতে হবে যা বিচারের পর্যায়ে প্রমাণে রূপান্তরিত হতে পারে। জোরালো সন্দেহ বিচারকের নৈতিক ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ আত্মগত সন্তুষ্টি হতে পারে না যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে এমনটা সম্ভব। জোরালো সন্দেহ এমন একটি সন্দেহ হতে হবে যা এমন কিছু উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যা আদালতের কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয় যাতে প্রাথমিকভাবে এই ধারণা তৈরি হয় যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে।

২২. নিঃসন্দেহে, এই আদালত সুরেশ বুধরমল কালানি ওরফে পাপ্পু কালানি (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই মত পোষণ করেছে যে, একজন সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি, যাতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বিষয় থাকে, তা নিজেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট হবে না। আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে পারি যে, আদালত এই আদালতের কাশ্মীরা সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[৭] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, যে পর্যবেক্ষণগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে, সেগুলি একটি আপিলের প্রসঙ্গে করা হয়েছিল যা বিচার পরবর্তী আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ততা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই একই মত নিঃসন্দেহে অন্যান্য মামলাতেও অনুসরণ করা হয়েছে যেখানে দোষী সাব্যস্ততা এবং তার থেকে উদ্ভূত আপিলের প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে, সুরেশ বুধরমল কালানি ওরফে পাপ্পু কালানি (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, আদালত এই মত পোষণ করেছে যে, শুধুমাত্র সহ-অভিযুক্তের বিবৃতির ভিত্তিতে, এমনকি অভিযোগ গঠনের জন্যও কোনো মামলা তৈরি হয় না।

২৩. প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো আপিলকারী এই যুক্তি দিতে কতটা সঠিক যে হাইকোর্ট আপিলকারীর বাসস্থান থেকে জাল মুদ্রা উদ্ধারের বিষয়টি ভুলভাবে ধরেছে। এটি আদালতের আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ছিল।

২৪. রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনজীবী, প্রকৃতপক্ষে, আপিলকারীর বাসস্থান থেকে জাল মুদ্রা উদ্ধার হয়নি এই বিষয়টি গুরুতরভাবে অস্বীকার করেননি।

---

৭ এ.আই.আর. ১৯৫২ এস.সি. ১৫৯

২৫. ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (সংক্ষেপে 'সাক্ষ্য আইন' হিসেবে উল্লিখিত) এর ২৫ ধারা একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা স্বীকারোক্তিকে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা করে যে, কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা কোনো স্বীকারোক্তি কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে প্রমাণিত হবে না। অন্যদিকে, সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারা নিম্নরূপ:

"২৬. পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না। - কোনো ব্যক্তির দ্বারা যখন সে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকে, তখন তার দ্বারা করা কোনো স্বীকারোক্তি, যদি না তা একজন বিচারকের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে করা হয়, তবে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না।"

ব্যাখ্যা: এই ধারায় "বিচারক"ফোর্ট সেন্ট জর্জ বা অন্য কোথাও বিচারিক কার্য সম্পাদনকারী কোনো গ্রামের প্রধানকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যদি না সেই প্রধান ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৮২ (১৮৮২ সালের ১০) এর অধীনে একজন বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগকারী বিচারক হন।

২৬. সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা একটি ব্যতিক্রম তৈরি করে।

২৭. এম. মনির-এর 'ল অফ এভিডেন্স'-এর ১৭শ সংস্করণের ৫৫৫ পৃষ্ঠায়, আমরা ২৫ ধারা এবং ২৬ ধারার মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত নিম্নলিখিত আলোচনাটি লক্ষ্য করি:

"...এই ধারাটি সেই স্বীকারোক্তি নিয়ে কাজ করে যা পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে নয় বরং পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের কাছে করা হয়, যেমন- একজন সহবন্দী, একজন ডাক্তার বা একজন পরিদর্শক, এবং এমন স্বীকারোক্তিগুলোকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে যদি সেগুলো অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালীন করা হয়। ২৫ ধারায় একটি স্বীকারোক্তি বাদ দেওয়ার মানদণ্ড হলো এই প্রশ্নের উত্তর: "কার কাছে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল?"যদি উত্তর হয় যে এটি একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়েছিল, তবে স্বীকারোক্তিটি প্রমাণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ২৬ ধারায় একটি স্বীকারোক্তি বাদ দেওয়ার জন্য গৃহীত মানদণ্ড হলো এই প্রশ্নের উত্তর: "কোন পরিস্থিতিতে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল?"যদি উত্তর হয় যে এটি অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালীন করা হয়েছিল, তবে আইন নির্দেশ করে যে এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রমাণ থেকে বাদ দেওয়া হবে, যদি না এটি একজন বিচারকের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে করা হয়।"

২৮. সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা নিম্নরূপ:

"৩০. প্রমাণিত স্বীকারোক্তির বিবেচনা যা একই অপরাধে যৌথভাবে বিচারাধীন ব্যক্তি এবং স্বীকারোক্তিকারী উভয়কে প্রভাবিত করে।—যখন একাধিক ব্যক্তি একই অপরাধে যৌথভাবে বিচারাধীন থাকে এবং তাদের মধ্যে একজনের করা স্বীকারোক্তি যা নিজেকে এবং তাদের মধ্যে অন্য কাউকে প্রভাবিত করে, তা প্রমাণিত হয়, তখন আদালত সেই স্বীকারোক্তিকে স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির পাশাপাশি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধেও বিবেচনা করতে পারে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় ব্যবহৃত "অপরাধ"বলতে অপরাধের প্ররোচনা বা চেষ্টা করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

২৯. স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কী একটি স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। পাকলা নারায়ণ স্বামী বনাম সম্রাট[৮]মামলায় প্রিভি কাউন্সিল বলেছে:

"...এছাড়াও, একটি স্বীকারোক্তি হয় স্পষ্ট ভাষায় অপরাধ স্বীকার করবে, অথবা অন্তত অপরাধ গঠনকারী সমস্ত তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার করবে। একটি গুরুতর অপরাধমূলক তথ্য স্বীকার করা, এমনকি একটি চূড়ান্ত অপরাধমূলক তথ্যও, নিজেই একটি স্বীকারোক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ, অভিযুক্ত একটি ছুরি বা রিভলভারের মালিক এবং সম্প্রতি সেটির দখলে ছিল যা মৃত্যুর কারণ হয়েছে, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির দখলের কোনো ব্যাখ্যা নেই — এটি স্বীকারোক্তি নয়। স্টিফেন-এর "ডাইজেস্ট অফ দ্য ল অফ এভিডেন্স"-এর ২২ অনুচ্ছেদে 'স্বীকারোক্তি'-এর সংজ্ঞার কারণে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়, যা স্বীকারোক্তিকে একটি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা যেকোনো সময়ে করা একটি স্বীকৃতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা বলে বা অনুমান করার ইঙ্গিত দেয় যে সে সেই অপরাধ করেছে। যদি আশেপাশের অনুচ্ছেদগুলো পরীক্ষা করা হয়, তবে স্পষ্ট হবে যে বিজ্ঞ লেখক সাধারণ স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করার পর ফৌজদারি মামলায় স্বীকৃতির বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যাতে সমস্ত এমন স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়, যাতে পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে ব্যবহারের জন্য একটি সাধারণ শব্দ পাওয়া যায়, যেমন প্ররোচনা দ্বারা প্রাপ্ত স্বীকারোক্তি, শপথের অধীনে করা স্বীকারোক্তি, গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিতে করা স্বীকারোক্তি। এই সংজ্ঞাটি ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়: এবং সেই আইনে 'স্বীকারোক্তি'কে একজন অভিযুক্তের দ্বারা করা এমন একটি বিবৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা ভাষার স্বাভাবিক ব্যবহারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না যা 'সে অপরাধ করেছে' এমন অনুমানকে ইঙ্গিত করে।"

---

৮ (১৯৩৯) পিসি ৪৭ (২০.০১.১৯৩৯)

৩০. প্রিভি কাউন্সিলের এই মত এই আদালতের অনেক সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পালবিন্দর কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৯]এবং বীরা ইব্রাহিম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[১০]।

৩১. এই আদালতের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, এম.পি. শর্মা এবং ৪ জন বনাম সতীশ চন্দ্র, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দিল্লি এবং ৪ জন অন্যান্যরা[১১]মামলায়, ভারতের সংবিধানের ২০(৩) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত অভিব্যক্তির পরিধি বিবেচনা করেছে, যা নির্দেশ করে যে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না:

"ব্যাপকভাবে বলা যায়, ২০(৩) অনুচ্ছেদের নিশ্চয়তা 'সাক্ষ্যমূলক বাধ্যবাধকতার' বিরুদ্ধে। কিন্তু এটিকে একজন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো কারণ নেই, যখন তাকে সাক্ষী কাঠগড়ায় ডেকে একটি অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়। একজন অভিযুক্তকে প্রদত্ত সুরক্ষা, যতদূর 'সাক্ষী হওয়া' শব্দবন্ধের সাথে সম্পর্কিত, তা কেবল আদালত কক্ষে সাক্ষ্যমূলক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে নয়, বরং তার কাছ থেকে পূর্বে প্রাপ্ত বাধ্যতামুলক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। অতএব, এটি এমন একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ সংঘটনের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে, যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মামলায় পরিণত হতে পারে।

এই আলোকে বিবেচনা করলে, ২০(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চয়তা সেই ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ হবে যার বিরুদ্ধে একজন অভিযুক্ত হিসেবে একটি প্রথম তথ্য রিপোর্ট নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রমাণমূলক নথি উৎপাদনের জন্য যেকোনো বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়াতেও প্রযোজ্য হবে যা তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলাকে সমর্থন করার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা রাখে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩২. বোম্বে রাজ্য বনাম কাথি কালু ওঘাদ[১২]মামলায়, এই আদালতের ১১ জন বিজ্ঞ বিচারকের একটি বেঞ্চের "অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি"শব্দবন্ধটির প্রকৃত পরিধি বিবেচনা করার সুযোগ হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সিনহা, প্রধান বিচারপতি, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:

"১৪. এই প্রসঙ্গে আমাদের সামনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, ২০ অনুচ্ছেদের (৩) ধারার নিষেধাজ্ঞার আওতায় মামলাটিকে আনার জন্য এটি জরুরি নয় যে বিবৃতিটি অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন সময়ে দিয়েছিল যখন সে সেই চরিত্র পূরণ করছিল; বরং যথেষ্ট যে, আদালত প্রমাণ করার সময় সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল, এমনকি সে যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন সে অভিযুক্ত ব্যক্তি নাও থাকতে পারে।"

---

৯ এআইআর ১৯৫২ এসসি ৩৫৪

১০ এআইআর ১৯৭৬ এসসি ১১৬৭

১১ এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৩০০

১২ এআইআর ১৯৬১ এসসি ১৮০৮

মহম্মদ দস্তাগির বনাম মাদ্রাজ রাজ্য [(১৯৬০) ৩ এসসিআর ১১৬] মামলায় এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, কারণ বলা হয়েছিল যে এটি শর্মা মামলা [(১৯৫৪) এসসিআর ১০৭৭] এর পূর্ণ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী। এই আদালতের পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্তে এই প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপিত হয়নি; বা এটি সিদ্ধান্তও হয়নি। অন্যদিকে, শর্মা মামলা [(১৯৫৪) এসসিআর ১০৭৭] তে এই আদালত রায় দিয়েছে যে সংবিধানের ২০(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষা এমন একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে, কারণ তার বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছে। সুতরাং, শর্মা মামলা [(১৯৫৪) এসসিআর ১০৭৭] মহম্মদ দস্তাগির বনাম মাদ্রাজ রাজ্য [(১৯৬০) ৩ এসসিআর ১১৬] মামলায় এই আদালত যা বলেছে তার বিপরীত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়নি। পরের সিদ্ধান্তটি আমাদের মতে আইনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে।

১৫. ২০ অনুচ্ছেদের (৩) ধারার নিষেধাজ্ঞার আওতায় প্রমাণ আনার জন্য শুধু এটিই দেখানো যথেষ্ট নয় যে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন সে একজন অভিযুক্ত ছিল এবং বিবৃতিটি প্রদানকারীর অপরাধের সাথে বস্তুগতভাবে সম্পর্কিত ছিল, বরং এটিও দেখাতে হবে যে তাকে সেই বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।
(জোর দেওয়া হয়েছে)
৩৩. আদালত ১৬ অনুচ্ছেদে তার সিদ্ধান্তগুলোও নির্ধারণ করেছে:
"১৬. এই বিবেচনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি:

(১) একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন একটি বিবৃতি দেওয়ার কারণে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা হয়েছে বলা যাবে না। অন্য কথায়, শুধুমাত্র পুলিশি হেফাজতে থাকার কারণে, যখন প্রশ্নবিদ্ধ বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল, আইনগত প্রস্তাব হিসেবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে অভিযুক্তকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, যদিও সেই বিষয়টি, একটি নির্দিষ্ট মামলায় প্রমাণে প্রকাশিত অন্যান্য পরিস্থিতির সাথে মিলিত হয়ে,

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিতর্কিত বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধানে একটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হবে।

(২) একজন পুলিশ কর্মকর্তার দ্বারা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল প্রশ্ন করা, যার ফলে একটি স্বেচ্ছামূলক বিবৃতি আসে যা শেষ পর্যন্ত দোষ প্রমাণকারী হতে পারে, তা "বাধ্যবাধকতা"নয়।

(৩) "সাক্ষী হওয়া"এর বিস্তৃত অর্থে "প্রমাণ উপস্থাপন করা"এর সমতুল্য নয়; অর্থাৎ, কেবল মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি দেওয়া নয়, বরং নথি উপস্থাপন করা বা এমন উপাদান দেওয়া যা বিচারকালে অভিযুক্তের দোষ বা নির্দোষতা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

(৪) আঙুলের ছাপ বা পা বা হাতের তালু বা আঙুলের ছাপ দেওয়া বা নমুনা লেখা দেওয়া বা শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে শরীরের অংশ দেখানো "সাক্ষী হওয়া"অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৫) "সাক্ষী হওয়া"মানে আদালতের ভিতরে বা বাইরে মৌখিক বিবৃতি বা লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য জানানো।

(৬) "সাক্ষী হওয়া"এর সাধারণ ব্যাকরণগত অর্থে আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া বোঝায়। মামলার আইন এই অভিব্যক্তির কঠোর আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাইরে চলে গেছে যা এখন একটি বিস্তৃত অর্থ বহন করতে পারে, অর্থাৎ, একজন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা মৌখিক বা লিখিতভাবে আদালতে বা আদালতের বাইরে সাক্ষ্য দেওয়া।

(৭) প্রশ্নবিদ্ধ বিবৃতিকে ২০(৩) অনুচ্ছেদের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার জন্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই বিবৃতি দেওয়ার সময় একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র ধারণ করতে হবে। বিবৃতি দেওয়ার পরে যে কোনো সময় সে অভিযুক্ত হবে, তা যথেষ্ট নয়।"
(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪. সি.আর.পি.সি. এর ধারা ১৬১ এর মার্জিনাল নোটটি নিম্নরূপ:
"পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীদের পরীক্ষা"

৩৫. সি.আর.পি.সি. এর ধারা ১৬১ এর অধীনে একজন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি পরীক্ষা করা যেতে পারে? যেমনটি আমরা দেখেছি, যখন একজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তখন সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থানে থাকে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার মার্জিনাল নোট কি পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতাকে সাক্ষীদের পরীক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা অস্বীকার করা হবে না? এই প্রশ্নগুলো আর নতুন নয়। নন্দিনী সৎপথী বনাম পি.এল. দানি এবং আরেকজন[১৩]মামলায়, তিন বিজ্ঞ বিচারকের একটি বেঞ্চ এমন একটি মামলা নিয়ে কাজ করছিল যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৯ ধারার অধীনে আপিলকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। রায়ের সময়, বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি ভি.আর. কৃষ্ণ আইয়ার নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন:

"৩২. আমরা এখন শুরুতে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব এবং আমাদের আদালতের সিদ্ধান্তগুলোর দিকে মনোযোগ দেব যা 'নীরবতা' ধারার সুর ও মেজাজ নির্ধারণ করেছে এবং আমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য করে। আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি কেন আমরা ১৬১(২) ধারাকে ২০(৩) অনুচ্ছেদের একটি সংসদীয় ভাষ্য হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং, প্রথম যে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা হলো, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬০ এবং ১৬১ ধারার অধীনে পুলিশের এমন একজন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে কিনা যে তখন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল বা ভবিষ্যতে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। প্রিভি কাউন্সিল এবং এই আদালত রায় দিয়েছে যে ১৬১ ধারার পরিধির মধ্যে প্রকৃত অভিযুক্ত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা আইনজীবীদের দ্বারা আমাদের সামনে উত্থাপিত বিস্তারিত কারণগুলো পুনরাবৃত্তি না করে বিনয়ের সাথে একমত।"
(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৬. এরপর, 'স্বীকারোক্তি' শব্দের পরিধি সম্পর্কে পাকলা নারায়ণ স্বামী (উপরে উল্লিখিত) উল্লেখ করার পর আদালত অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নোক্ত রায় দিয়েছে:

"৩৩. ... আমরা মনে করি যে 'মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিচিত বলে অনুমিত যেকোনো ব্যক্তি' একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যে এই ভূমিকা পালন করে কারণ পুলিশ তাকে অপরাধ করেছে বলে অনুমান করে এবং তাই, তাকে অবশ্যই তথ্যগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে। এই অনুমান পরে কাল্পনিক প্রমাণিত হতে পারে কিন্তু তা ধারাকে বাতিল করে না। মার্জিনাল নোট 'পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীদের পরীক্ষা'ও বিষয়টি চূড়ান্ত করে না। একটি মার্জিনাল নোট অস্পষ্টতা দূর করে কিন্তু অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে না। উপরন্তু, অনুমিত অভিযুক্ত কার্যকরীভাবে একজন সাক্ষী হিসেবে কাজ করে। 'সাক্ষী হওয়া', কার্যকরী দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা, এবং ১৬১ সি.আর.পি.সি. এর অধীনে অভিযুক্তকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ঠিক এটিই।..."

---

১৩ এ.আই.আর. ১৯৭৮ এস.সি. ১০২৫

৩৭. সুতরাং, এটি বেশ স্পষ্ট যে, প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টে অভিযুক্ত হিসেবে নামাঙ্কিত একজন ব্যক্তি, যিনি অভিযুক্তের অবস্থানে রয়েছেন, তাকে পুলিশ কর্মকর্তা সি.আর.পি.সি.-এর ১৬১ ধারার অধীনে পরীক্ষা করতে পারেন। তবে, পরবর্তী প্রশ্ন হলো, অভিযুক্তের অবস্থানে থাকা একজন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি আইনত গ্রহণযোগ্য কিনা? এখানেই কোডের ১৬২ ধারা কার্যকর হয়:

"১৬২. পুলিশের কাছে দেওয়া বিবৃতি স্বাক্ষর করা যাবে না: প্রমাণের ক্ষেত্রে বিবৃতির ব্যবহার।
(১) এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত চলাকালীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে দেওয়া কোনো বিবৃতি, যদি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক তা স্বাক্ষর করা যাবে না; এবং তদন্তাধীন কোনো অপরাধের বিষয়ে কোনো তদন্ত বা বিচারে এমন কোনো বিবৃতি বা তার কোনো রেকর্ড, তা পুলিশ ডায়েরিতে বা অন্য কোনোভাবে থাকুক, অথবা এমন বিবৃতি বা রেকর্ডের কোনো অংশ, পরবর্তীতে প্রদত্ত বিধান ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না: তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো সাক্ষী রাষ্ট্রপক্ষের জন্য এমন কোনো তদন্ত বা বিচারে ডাকা হয় যার বিবৃতি উপরে উল্লিখিতভাবে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তখন তার বিবৃতির কোনো অংশ, যদি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়, অভিযুক্ত কর্তৃক এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ১) এর ১৪৫ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে সেই সাক্ষীকে খণ্ডন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং যখন এমন বিবৃতির কোনো অংশ এইভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার যেকোনো অংশ সেই সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে শুধুমাত্র তার জেরা-পরীক্ষায় উল্লিখিত কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ১) এর ৩২ ধারার (১) প্রকরণ এর বিধানগুলির আওতায় পড়া কোনো বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হবে না, অথবা সেই আইনের ২৭ ধারার বিধানগুলিকে প্রভাবিত করবে না। ব্যাখ্যা।- উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিবৃতিতে কোনো তথ্য বা পরিস্থিতি উল্লেখ করতে ব্যর্থতা বিরোধিতার শামিল হতে পারে যদি প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষাপটে সেই ব্যর্থতা গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যথায় প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় এবং কোনো ব্যর্থতা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিরোধিতার শামিল কিনা তা একটি তথ্যের প্রশ্ন হবে।"

৩৮. এই আদালতের তিন বিজ্ঞ বিচারকের একটি বেঞ্চ মহাবীর মণ্ডল এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য[১৪]মামলায় নিম্নোক্ত রায় দিয়েছিল:

"৩৯. কাসিমের মামলায় এলে, আমরা দেখতে পাই যে, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই যা দেখাতে পারে যে কাসিম ঘটনার রাতে মহাবীরের বাড়িতে উপস্থিত ছিল এবং ইন্দিরা-র মৃতদেহ অপসারণে অংশ নিয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষ কাসিম এবং মহাদেও অভিযুক্ত কর্তৃক পুলিশ স্টেশনে বৈজনাথ পিডব্লিউ-এর উপস্থিতিতে দেওয়া কথিত বিবৃতির উপর নির্ভর করেছিল, যা বৈজনাথ পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট দাখিল করার পর দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের বিবৃতি আইনত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং মূল প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬২ ধারা অনুযায়ী, তদন্ত চলাকালীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে দেওয়া কোনো বিবৃতি সেই ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে না বা সেই সময় তদন্তাধীন কোনো অপরাধের বিষয়ে কোনো তদন্ত বা বিচারে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। উপরোক্ত নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম সেই ধারার শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী, যখন কোনো সাক্ষী রাষ্ট্রপক্ষের জন্য তদন্ত বা বিচারে ডাকা হয়, তখন তার বিবৃতির কোনো অংশ, যদি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়, অভিযুক্ত কর্তৃক এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে সেই সাক্ষীকে খণ্ডন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যখন এমন বিবৃতির কোনো অংশ এইভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার যেকোনো অংশ সেই সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে শুধুমাত্র তার জেরা-পরীক্ষায় উল্লিখিত কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে। তবে, উপরোক্ত নিয়মটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার ১ প্রকরণের বিধানগুলির আওতায় পড়া বিবৃতিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা সেই আইনের ২৭ ধারার বিধানগুলিকে প্রভাবিত করে না। এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে অগ্রহণযোগ্যতার নিষেধাজ্ঞা কেবল সাক্ষীদের বিবৃতির উপর নয়, অভিযুক্তদের বিবৃতির উপরও কার্যকর হয় (দেখুন: নারায়ণ স্বামী বনাম সম্রাট [এআইআর ১৯৩৯ পিসি ৪৭])। লর্ড অ্যাটকিন, সেই মামলায়, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬২ ধারা নিয়ে কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"এরপর প্রশ্নবিদ্ধ ধারা আসে যা 'যেকোনো ব্যক্তি' সম্পর্কিত একই সাধারণ উপায়ে প্রণীত হয়েছে। এই শব্দগুলো তাদের সাধারণ অর্থে যেকোনো ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যদিও সে পরবর্তীতে অভিযুক্ত হতে পারে।"

---

১৪ এআইআর ১৯৭২ ১৩৩১

অপরাধের তদন্তে প্রায়শই বেশ কয়েকজন ব্যক্তির পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাদের কেউই বা সবাই সেই মুহূর্তে সন্দেহভাজন নাও হতে পারে। ধারাটির প্রথম শব্দগুলি, যা নথিভুক্ত করা বিবৃতি স্বাক্ষর করা নিষিদ্ধ করে, সেই সময়ে করা সমস্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং তাই এমন একটি বিবৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত যা একজন ব্যক্তি দ্বারা করা হয়েছিল যিনি সম্ভবত তখন এমনকি সন্দেহভাজনও ছিলেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত হয়েছিলেন।"

ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যা অনুসারে, কোনো ব্যক্তির দ্বারা পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালীন করা কোনো স্বীকারোক্তি, যদি না তা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে করা হয়, তবে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হবে না। বর্তমান মামলায় এমন কিছু দেখানো হয়নি যে কাশিম এবং মহাদেও অভিযুক্ত কর্তৃক ১৯৬৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পুলিশ স্টেশনে বৈজনাথের উপস্থিতিতে যে বিবৃতিগুলো দেওয়া হয়েছিল, তার ফলে কোনো আপত্তিকর উপাদানের আবিষ্কার হয়েছিল যা সেগুলোকে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। যেমন, উপরোক্ত বিবৃতিগুলোকে বিবেচনা থেকে বাদ দিতে হবে।" (গুরুত্বারোপ করা হয়েছে)

৩৯. অতএব, এই বিধানগুলির সম্মিলিত প্রভাব নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

একজন ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধে অভিযুক্ত না হন, তবে তিনি ভারতের সংবিধানের ২০(৩) অনুচ্ছেদের সুরক্ষা দাবি করতে পারবেন না।

৪০. এমন একজন ব্যক্তি, অর্থাৎ, যিনি এফআইআর-এ নামাঙ্কিত এবং তাই আইনের চোখে অভিযুক্ত, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে এবং পুলিশ কর্মকর্তা দ্বারা বিবৃতি নেওয়া যেতে পারে। একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা একটি স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারা অনুসারে অগ্রহণযোগ্য হবে। সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারার অধীনে বাতিল হওয়া একটি স্বীকারোক্তিও অগ্রহণযোগ্য হবে। পাকলা নারায়ণ স্বামী (উপরে উল্লিখিত) এবং এই আদালত কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা পূরণ না করলেও একটি স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য আইনের ২১ ধারার অধীনে একটি স্বীকৃতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এটি সি.আর.পি.সি.-এর ১৬১ ধারার অধীনে একটি বিবৃতির গ্রহণযোগ্যতার নিষেধাজ্ঞার অধীন। অতএব, এমনকি যদি একটি বিবৃতিতে স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং বিবৃতিটি ১৬১ ধারার অধীনে করা হয়, তবে তা অবিলম্বে সি.আর.পি.সি.-এর ১৬২ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।

৪১. সি.আর.পি.সি.-এর ১৬২ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা নিঃসন্দেহে, একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে তদন্ত শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত দুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা বিবৃতির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

একটি মামলায় যেখানে একটি বিবৃতি স্বীকারোক্তি নয় বরং স্বীকৃতি ধারণ করে, যা অন্যথায় প্রাসঙ্গিক এবং যা তদন্ত শুরুর আগে করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে, আমাদের আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

৪২. কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বনাম ভি.সি. শুক্লা এবং অন্যান্যরা[১৫]মামলায়, তিন বিজ্ঞ বিচারকের একটি বেঞ্চ, পাকলা নারায়ণ স্বামী (উপরে উল্লিখিত) অনুমোদন করার পর, স্বীকারোক্তি এবং স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই আদালত নিম্নোক্ত রায় দিয়েছে:

"৪৫. এ থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র স্বেচ্ছামূলক এবং সরাসরি দোষ স্বীকারই একটি স্বীকারোক্তি, কিন্তু যখন একটি স্বীকারোক্তি প্রকৃত দোষ স্বীকারের চেয়ে কম হয়, তখনো এটি ২১ ধারার অধীনে একটি "স্বীকৃতি"হিসেবে, যে ব্যক্তি এটি করেছে বা তার অনুমোদিত এজেন্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বিষয়ে আইনটি স্পষ্টভাবে – এবং আমাদের সুচিন্তিত মতে সঠিকভাবে – মনিরের সাক্ষ্য আইন (নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৫ এবং ২০৬) এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার উপর শ্রী জেঠমালানি তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য নির্ভর করেছিলেন যে, এমনকি যদি এন্ট্রিগুলিকে জৈনদের "স্বীকৃতি"হিসেবেও বিবেচনা করা হয়, তবুও সেগুলো শ্রী আদভানির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"স্বীকৃতি এবং স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্য দুটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা করা একটি বিবৃতি, যদি সেটি একটি স্বীকৃতি হয়, তবে সাক্ষ্য আইনের ২১ ধারার অধীনে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যদি না বিবৃতিটি একটি স্বীকারোক্তি হয় এবং কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অনুপযুক্ত প্ররোচনা, হুমকি বা প্রতিশ্রুতির ফলে করা হয়, অথবা একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়, অথবা যখন অভিযুক্ত একজন পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে ছিল তখন করা হয়। যদি উল্লিখিত পরিস্থিতিতে অভিযুক্তের দ্বারা একটি বিবৃতি দেওয়া হয়, তবে তার গ্রহণযোগ্যতা এই প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করবে যে এটি একটি স্বীকারোক্তি কিনা। যদি এটি একটি স্বীকারোক্তি হয়, তবে এটি অগ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু যদি এটি একটি স্বীকারোক্তি না হয়, তবে এটি ২১ ধারার অধীনে একটি স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা এমন একটি তথ্যের ইঙ্গিত দেয় যা মামলার মূল বিষয় বা প্রাসঙ্গিক এবং ফৌজদারি কার্যবিধির চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত চলাকালীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়নি।

---

১৫ এ.আই.আর. ১৯৯৮ এস.সি. ১৪০৬

দ্বিতীয়ত, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা করা বিবৃতি যারা তার সাথে যৌথভাবে বিচারাধীন, তাদের বিরুদ্ধে কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি বিবৃতিটি একটি স্বীকারোক্তি হয়। যদি বিবৃতিটি একটি স্বীকারোক্তি না হয়, তবে এটি শুধুমাত্র তার স্বীকারোক্তিকারীর বিরুদ্ধে একটি স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যারা তার সাথে যৌথভাবে বিচারাধীন তাদের বিরুদ্ধে নয়। অতএব, সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি স্বীকৃতি এবং একটি স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্য মৌলিক গুরুত্বের।"
(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৩. সাক্ষ্য আইনের ২১ ধারা নিম্নরূপ বিধান করে:

"২১. যারা স্বীকৃতি করে তাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের দ্বারা বা তাদের পক্ষে স্বীকৃতির প্রমাণ।—স্বীকৃতি প্রাসঙ্গিক এবং যারা স্বীকৃতি করে বা তাদের স্বার্থের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হতে পারে; কিন্তু যারা স্বীকৃতি করে বা তাদের স্বার্থের প্রতিনিধির দ্বারা বা তাদের পক্ষে এটি প্রমাণ করা যাবে না, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত:—

(১) একটি স্বীকৃতি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে প্রমাণ করা যেতে পারে, যখন এটি এমন প্রকৃতির হয় যে, যদি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি মৃত হত, তবে ৩২ ধারার অধীনে তৃতীয় পক্ষগুলির মধ্যে এটি প্রাসঙ্গিক হত।

(২) একটি স্বীকৃতি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে প্রমাণ করা যেতে পারে, যখন এটি মন বা দেহের কোনো অবস্থার অস্তিত্বের বিবৃতি নিয়ে গঠিত হয়, যা প্রাসঙ্গিক বা বিতর্কের বিষয়, এবং যা এমন সময়ে বা প্রায় একই সময়ে করা হয়েছিল যখন সেই মন বা দেহের অবস্থা বিদ্যমান ছিল, এবং এর সাথে এমন আচরণ ছিল যা এর মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম করে তোলে।

(৩) একটি স্বীকৃতি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে প্রমাণ করা যেতে পারে, যদি এটি অন্যথায় একটি স্বীকৃতি হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়।"

৪৪. সুতরাং, যা একটি স্বীকৃতির সমতুল্য, তা সেই স্বীকৃতিকারী বা তার স্বার্থের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। কী একটি স্বীকৃতি গঠন করে তা সাক্ষ্য আইনের ১৭ ধারায় পাওয়া যায়, যা স্বীকৃতিকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করে:

"১৭. স্বীকৃতির সংজ্ঞা।—একটি স্বীকৃতি হলো মৌখিক বা লিখিত বা বৈদ্যুতিন ফর্মে ধারণকৃত একটি বিবৃতি, যা কোনো বিতর্কিত তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে কোনো অনুমান নির্দেশ করে এবং যা নিম্নলিখিত উল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এবং পরিস্থিতিতে করা হয়।"

৪৫. ভারত সিং এবং অন্যান্যরা বনাম শ্রীমতি ভাগীরথী[১৬]মামলায়, স্বীকৃতির প্রমাণিক মূল্যের প্রকৃত প্রকৃতি এবং স্বীকৃতিকারীকে মুখোমুখি না করে এটি ব্যবহার করা যাবে কিনা, তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আদালত নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছে:

"১৯. স্বীকৃতিগুলো যদি স্বীকৃতিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয় তবে সেগুলোকে স্পষ্ট হতে হবে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৭ এবং ২১ ধারা অনুসারে স্বীকৃতিগুলো নিজেরাই মৌলিক প্রমাণ, যদিও তারা স্বীকার করা বিষয়গুলির চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। আমরা মনে করি যে, যথাযথভাবে প্রমাণিত স্বীকৃতিগুলো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ, স্বীকৃতিকারী পক্ষ সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির হোক বা না হোক এবং সেই পক্ষ সাক্ষী হিসেবে হাজির হলে সেই স্বীকৃতিগুলোর বিপরীত কোনো বিবৃতি দিলে সেগুলোর সাথে তাকে মুখোমুখি করা হয়েছিল কি না, তা নির্বিশেষে। সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারার অধীনে সাক্ষীকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্য স্বীকৃতি প্রমাণের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বীকৃতি হলো স্বীকার করা তথ্যের মৌলিক প্রমাণ, যখন একজন সাক্ষীকে খণ্ডন করার জন্য ব্যবহৃত পূর্ববর্তী বিবৃতি মৌলিক প্রমাণ হয়ে ওঠে না এবং কেবলমাত্র সাক্ষীর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য পূরণ করে। একটি পক্ষ দ্বারা করা স্বীকৃতির প্রতি কতটা গুরুত্ব দিতে হবে তা তার গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের চেয়ে ভিন্ন একটি বিষয়।"
(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৬. ভি.সি. শুক্লা এবং অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত)-এর আইনি বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কী একটি স্বীকারোক্তি গঠন করে এবং কীভাবে যদি এটি স্বীকারোক্তি গঠন না করে, তবে এটি এখনও একটি স্বীকৃতি হতে পারে। একটি স্বীকৃতি হওয়ায়, এটি সাক্ষ্য আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি এটি সাক্ষ্য আইনের ১৭ ধারায় সংজ্ঞায়িত স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। তবে, যদি এটি একটি স্বীকৃতিও হয়, যদি এটি সি.আর.পি.সি.-এর অধীনে তদন্ত চলাকালীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়, তবে এটি সি.আর.পি.সি.-এর ১৬২ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটি ১৬১ ধারার অধীনে একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা বিবৃতির ব্যবহার স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে, সেখানে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া।

---

১৬ এ.আই.আর. ১৯৬৬ এসসি ৪০৫

১৬১ ধারার অধীনে দেওয়া বিবৃতি, এমনকি যদি প্রাসঙ্গিক হয় এবং তাতে একটি স্বীকৃতি থাকলেও, তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও একটি স্বীকারোক্তি থেকে কম মাত্রার একটি স্বীকৃতি যা অন্যভাবে করা হতে পারে, সেটি মূল প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪৭. একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা স্বীকারোক্তি স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য। বিবাদী কর্তৃক নির্ভর করা বিবৃতিটি ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখের এবং আপিলকারীকে ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে নথিভুক্ত এফআইআর-এর ফলস্বরূপ। ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখের বিবৃতিটি একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে করা হয়েছে। এটি বিবৃতি এবং বিবাদী কর্তৃক উপস্থাপিত ১০.০৮.১৯৯৬ তারিখের চিঠি (সংযুক্তি আর/৬) থেকে স্পষ্ট। এটি স্পষ্টতই তদন্ত চলাকালীন সময়ের ঘটনা। এমনকি যদি এতে স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, ১৬২ ধারার কারণে এবং এই আদালত কর্তৃক ভি.সি. শুক্লা এবং অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলায় ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই ধরনের স্বীকৃতিগুলো স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য।

৪৮. যদি আপিলকারী কর্তৃক ১১.০৪.১৯৯৬ তারিখে দেওয়া বিবৃতি অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করতে হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র সহ-অভিযুক্তের বিবৃতিই বিবেচনা করার মতো অবশিষ্ট থাকে। এখানেই এই আদালত কর্তৃক সুরেশ বুধারমাল কালানি ওরফে পাপ্পু কালানি (উপরে উল্লিখিত) মামলায় নির্ধারিত আইন প্রযোজ্য হয়।

৪৯. আমরা হরিচরণ কুরমি বনাম বিহার রাজ্য[১৭] মামলায় সাত বিজ্ঞ বিচারকের বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে নিম্নলিখিত বিবৃতিটিও লক্ষ্য করি:

"সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারায় থাকা বিধানগুলির ফলস্বরূপ, একজন সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিকে সাধারণভাবে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করতে হবে, কারণ আদালত যা কিছু বিবেচনা করে তাই প্রমাণ; আদালত কর্তৃক বিবেচিত পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনাও সেই সাধারণ অর্থে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং, যদিও ৩০ ধারার বিধানগুলির কারণে স্বীকারোক্তিকে সেই সাধারণ অর্থে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, তবে সত্য হলো যে এটি আইনের ৩ ধারা দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রমাণ নয়। অতএব, ফলস্বরূপ, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা নিয়ে কাজ করার সময়, আদালত একজন সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করতে পারে না; এটি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পেশ করা অন্যান্য প্রমাণ দিয়ে শুরু করতে হবে এবং সেই প্রমাণের গুণমান এবং প্রভাব সম্পর্কে তার মতামত গঠনের পর, বিচারিক মন সেই অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে দোষী সাব্যস্ততার

---

৭ এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১১৮৪ (পৃষ্ঠা ১১৮৪-এ উদ্ধৃত অংশ)

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চলেছে, সেই সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করার জন্য স্বীকারোক্তির দিকে যাওয়া অনুমোদিত।"

এভাবে, একজন সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে মৌলিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না এবং এটি কেবল তখনই কার্যকর করা যেতে পারে যখন আদালত অন্যান্য প্রমাণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় এবং সেই প্রমাণ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোর সমর্থনে একটি নিশ্চিতকরণ খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করে। ফৌজদারি মামলায় যেখানে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পেশ করা অন্যান্য প্রমাণ সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক এবং রাষ্ট্রপক্ষ একজন সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করতে চায়, সেখানে নির্দোষতার অনুমান যা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করে এবং আদালতকে এই রায় দিতে বাধ্য করে যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি, এবং তাই, সে সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।"

৫০. এই ভিত্তিতে যে এটি একজন সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি এবং আরও এগিয়ে এই ভিত্তিতে যে অভিযুক্তদের একটি যৌথ বিচার চলছে এবং তারা একই অপরাধে অভিযুক্ত (অন্যান্য অভিযুক্তরা পলাতক এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে নিজস্বভাবে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এই বিষয়টি উপেক্ষা করে), এবং আপিলকারীর বাসস্থান থেকে নকল নোট উদ্ধার হয়নি এবং এমন কোনো অন্য উপাদান নেই যার ভিত্তিতে একটি জোরালো সন্দেহও তৈরি হতে পারত, আমরা দেখব যে আইনের নির্দেশ আমাদের আপিলকারীকে কার্যক্রম থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য করে। তদনুসারে, আমরা আপিল এবং সি.আর.পি.সি. এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করছি। দায়রা বিচারক কর্তৃক আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য পাশ করা প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি বাতিল করা হবে এবং আপিলকারীকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER
The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.
দাবিত্যাগ
স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।
Arfa Banerjee